

বুয়েট শিক্ষকদের কর্মবিরতি কাল থেকে শিক্ষার্থীরাও ভুগবে

বুয়েট প্রতিনিধি : প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কর্মবিরতির আজ ১২ দিন হলেও এখন পর্যন্ত ছাত্রদের একাডেমিক কার্যক্রমে তা তেমন প্রভাব ফেলেনি। বিভিন্ন ছুটি ও মধ্যটার্ম বিরতির পর আগামীকাল রোববার থেকে বুয়েটের সকল বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু কর্মবিরতির কারণে তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় আজ থেকে শিক্ষার্থীদের ওপর এর সরাসরি প্রভাব পড়বে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্লাস করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন।

গত ৪ মে উপাচার্যসহ ৭১ জন শিক্ষকের পদত্যাগের প্রেক্ষিতে ৫ মে

থেকে বুয়েট শিক্ষক সমিতির লাগাতার কর্মবিরতির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সামগ্রিকভাবে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, অচলাবস্থা দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। এই প্রেক্ষিতে মধ্যটার্মের ১ সপ্তাহ একাডেমিক ছুটির পর আগামীকাল রোববার থেকে ক্লাস শুরু হচ্ছে না। ক্লাস কবে নাগাদ শুরু হবে তাও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

শিক্ষক সমিতির লাগাতার কর্মবিরতি শুরু হওয়ার পর শুধু ৫ মে একদিন ছাত্রদের একাডেমিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়েছে। মারো ছুটি থাকার ফলে সমিতির কর্মবিরতি একাডেমিক কার্যক্রমে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। তবে আগামীকাল থেকে ছাত্রদের একাডেমিক কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হবে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ক্রমেই বিচলিত হয়ে উঠছে। তারা ক্লাস শুরু করার জন্য উদগ্রীব। প্রকৌশল বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র আসাদুল হক এ ব্যাপারে জানান, শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে আমাদের ক্লাস বন্ধ থাকবে এটা কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা অবিলম্বে ক্লাস শুরু করতে চাই।

ক্লাস শুরু করার জন্য সবচেয়ে উদগ্রীব শেষবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা। তাদের শিক্ষাজীবন শেষের আর মাত্র ৩ মাস বাকি আছে। এ ব্যাপারে শেষবর্ষের প্রকৌশলের ছাত্র মোঃ মুনিরুজ্জামান জানান, শিক্ষকদের আন্দোলন, ছাত্র সংগঠনগুলোর ধর্মঘটের ফলে আমরা শিক্ষাজীবনের অনেক সময় হারিয়েছি। আমরা আর সময় হারাতে চাই না। অবিলম্বে ক্লাস শুরু করতে চাই।

এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক আকন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, অবিলম্বে এ অচলাবস্থা দূর করার জন্য আমরা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। তিনি আরো জানান, শিক্ষকদের কর্মবিরতি ছাত্রদের শিক্ষাজীবনের যে প্রভাব ফেলবে তা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য অন্যান্য সময়ের মতো প্রয়োজনে শিক্ষকরা অতিরিক্ত ক্লাস নেবেন।